

## IELTS: Speaking Section

আয়েল্টস: স্পিকিং সেকশনের ব্যবচ্ছেদ আয়েল্টস টেস্টের চারটি সেকশনের মধ্যে যে সেকশনটিতে একজন পরীক্ষার্থীর সবচেয়ে বেশি ভয়, জড়তা, সংশয়-সংকোচ কাজ করে তা হলো- স্পিকিং সেকশন। তাই এই সেকশনটিতে সাধারণত কেমন প্রশ্ন করা হয় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে ভাল ব্যান্ড স্কোর তোলা কঠিন হবে না।

**সময়:** ১১-১৪ মিনিট

**পেপার ফরমেট:** স্পিকিং সেকশনে পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। যেখানে পরীক্ষার্থীকে সরাসরি পরীক্ষকের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। এই অংশের সম্পূর্ণ পরীক্ষাটিই রেকর্ডেড।

**টাস্কের ধরণ:** ৩ ধরনের টাস্ক থাকবে। আয়েল্টস পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে রেজিস্ট্রেশনের পর স্পিকিং পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ স্পিকিং টেস্ট হয়তো আয়েল্টস পরীক্ষার দিনের ১ সপ্তাহ আগে কিংবা পরে অনুষ্ঠিত হতে পারে। স্পিকিং টেস্ট কবে অনুষ্ঠিত হবে তা মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ করে কিংবা ইমেইল এর মাধ্যমে পরীক্ষার ২-৩ দিন আগেই জানিয়ে দেয়া হয়। স্পিকিং টেস্ট দেয়ার দিন অর্থাৎ আয়েল্টস ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় অবশ্যই পরীক্ষার্থীকে সাথে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হবে।

কারণ পাসপোর্ট দেখে পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কনফার্ম করা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমেই আপনাকে আপনার পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। পাসপোর্ট জমা দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই আপনাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য একটি রুমে ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে। ইন্টারভিউ রুমে একজন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার আপনার ইন্টারভিউটি নিবেন। তার সাথে আপনার সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ রেকর্ড করা হবে। রেকর্ডিং শেষে আপনার সাথে তার কথোপকথনটি দুইজন অভিজ্ঞ ইংলিশ ট্রেইনার দিয়ে যাচাই করা হবে। এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই আপনাকে স্পিকিং সেকশনের ফাইনাল স্কোর দেয়া হবে।

স্পিকিং টেস্টের বর্ণনা নিম্নে আয়েল্টস টেস্টের স্পিকিং সেকশনের প্রতিটি টাস্কের বিশদ আলোচনা করা হলো-

**টাস্ক ১:** ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ টাস্কের ধরণ: এই অংশে ইন্টারভিউয়ার প্রথমেই পরীক্ষার্থীর সাথে নিজের পরিচয় দিয়ে পরিচিত হয়ে নেবেন। এরপর তিনি কিছু বেসিক বা সাধারণ প্রশ্ন করবেন। যা অনেকটা আপনার পরিচয়মূলক সাধারণ জিজ্ঞাসা হবে। প্রশ্নগুলো হতে পারে- আপনার নাম, বয়স, পরিবার, পছন্দের কাজ নিয়ে অথবা আপনি কোথায় কাজ করেন সেসম্পর্কে জানতে চেয়ে। যেমন- প্রশ্নকর্তা (ইন্টারভিউয়ার) জিজ্ঞাসা করতে পারেন- Can you tell me your name, please? How are you? Can I see some identification, please? এছাড়াও আরও প্রশ্ন করতে পারে- How do you spell your name? How old

are you? What is your first name? What is your last name?

আয়েল্টস টেস্টের স্পিকিং সেকশনে সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নই করা হয়। তবে লক্ষ্যনীয় যে, এই সকল প্রশ্নের প্রতিউত্তর (রিপ্লাই) আপনাকে এক বাক্যেই জানাতে হবে। আয়েল্টস টেস্টের স্পিকিং সেকশনের মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই টাস্কটি এবং এটাতে ভাল করা সবচেয়ে বেশি সহজ। আর এই টাস্কটিতে আপনি যতোই ভাল করবেন আপনার কনফিডেন্স ততো বেশি বাড়বে। যার মানে আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করতে পারলে স্পিকিংয়ের পরবর্তী টাস্কে আপনার ভয় থাকবে না। যা সামনের টাস্কে ভাল করতে সাহায্য করবে। টাস্কের মাধ্যমে যা যাচাই করা হয়: এই টাস্কের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর যোগাযোগের ক্ষমতাকে পরখ করে দেখা হয়। এখানে তার নিজের সম্পর্কে এবং দৈনন্দিন কিছু টপিকের উপর খুবই সাধারণ কিছু প্রশ্ন করে তার উত্তর দেয়ার ধরনটি দেখা হয়। সময়: এই টাস্কটি মূলত ৪-৫ মিনিট সময় ব্যাপী হয়ে থাকে প্রশ্নের সংখ্যা: ইন্টারভিউয়ারের উপর নির্ভর করে

**টাস্ক ২:** ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্ন টাস্কের ধরণ: এই পর্যায়ে পরীক্ষার্থীকে ইন্টারভিউয়ার একটি টাস্ক কার্ড দিবেন। যেখানে পরীক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট টপিকের বা বিষয়বস্তুর উপর কথা বলতে হবে। এই টাস্ক কার্ড বা কিউ কার্ডে নির্দিষ্ট টপিকের উপরে ৩-৫টি প্রশ্ন থাকবে। এই টাস্কে আপনাকে উত্তর প্রস্তুতির জন্য ১ মিনিট সময় দেয়া হবে। এবং আপনি চাইলে আপনাকে একটি পেন্সিল এবং পেপার দেয়া হবে নোট নেয়ার জন্য। প্রস্তুতি সময়

শেষে ইন্টারভিউয়ার নির্দেশ করলে নির্ধারিত টপিকের উপর কথা বলা শুরু করতে হবে। তারপর টানা অন্তত ২ মিনিট ওই নির্দিষ্ট টপিকের উপর কথা বলতে থাকবেন। ২ মিনিট শেষে ইন্টারভিউয়ার ওই টপিকের উপর ১-২ মিনিট সময়ের মধ্যে কিছু প্রশ্ন করবেন। এসময় টাস্ক কার্ডের যে ধরনের টপিক থাকতে পারে তাহলো- School, Family, Job, Hobby, Places, Shopping ইত্যাদি। যেমন- Describe about the school which you went to when you were a child. Questions: \* When you went there? \* How long you studied there? \* Did you have any friends over there? \* What things you liked about the school? \* What things you disliked about the school? তবে এই ধরনের টাস্কে শুধুমাত্র প্রশ্নগুলোর উত্তর করাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে অবশ্যই প্রশ্নের উত্তরগুলো বর্ণনা করতে হবে। কখনো কখনো প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য উদাহরণ টেনে কথা বলে যেতে হবে। এছাড়াও এই টাস্কে নোট নেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে আপনি কোন পয়েন্ট ভুলে গেলে, নোট থেকে দেখে নিয়ে অন্তত ২ মিনিট কথা বলতে পারেন। টাস্কের মাধ্যমে যা যাচাই করা হয়: এই টাস্কের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর পরীক্ষার্থীর কথা বলতে পারার ক্ষমতা এবং প্রকাশ ভঙ্গীকে যাচাই করা হয়ে থাকে। সময়: টাস্কটি ৩-৪ মিনিট সময় ব্যাপী হয়ে থাকে প্রশ্নের সংখ্যা: ইন্টারভিউয়ারের উপর নির্ভর করে

**টাস্ক ৩:** টু ওয়ে ডিসকাশন টাস্কের ধরণ: এই টাস্কটি ২য় টাস্ক এর উপর ভিত্তি করে ইন্টারভিউয়ার প্রশ্ন করবেন। যেখানে পরীক্ষার্থীকে হয়তো ওই টপিকটিকে আরও গভীর থেকে বর্ণনা করতে হবে কিংবা টপিকের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরে ইন্টারভিউয়ারের সাথে কথোপকথন করতে হবে। টাস্কের মাধ্যমে যা যাচাই করা হয়: এই টাস্কের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে পরীক্ষার্থীর মতামত প্রকাশ, যুক্তি উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে যাচাই করা হয়। সময়: টাস্কটি ৪-৫ মিনিট সময় ব্যাপী হয়ে থাকে প্রশ্নের সংখ্যা: ইন্টারভিউয়ারের উপর নির্ভর করে আয়েল্টস স্পিকিং সেকশনের স্কোরিং এইসেকশনটি সম্পূর্ণ রেকর্ডেড। টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যা দুইজন অভিজ্ঞ ইংলিশ ট্রেনার যাচাই করে ১-৯ স্কেলে স্কোরিং করবেন। এসময় যেসকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে তাহলো- ইংরেজিতে কথা বলার ফ্লুয়েন্সি, কথার মধ্যে সামঞ্জস্যতা, কথা বলার সময় শ্রোতাকে বোঝাতে সহজ শব্দের ব্যবহার, গ্রামারের সঠিক প্রয়োগ এবং শব্দের উচ্চারণ। IELTS স্পিকিং সেকশন টিপস্ আয়েল্টস (IELTS) টেস্টের যে অংশটি নিয়ে যেকোন পরীক্ষার্থীর সবথেকে বেশি দুঃশ্চিন্তা থাকে তা হলো স্পিকিং সেকশন। আর অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই বিশেষ করে অন্য সেকশনের তুলনায় অর্থাৎ রিডিং, রাইটিং এবং লিসেনিংয়ের চেয়ে এই সেকশনটিতে তুলনামূলক ভাবে স্কোর কম পেয়ে থাকে। আর স্কোর কম পাওয়ার ফলে কমে যায় ওভারঅল ব্যাল্ড স্কোর। তাই অন্য সেকশনের তুলনায় এই

সেকশনটিতে ভাল করতে পারলে ব্যান্ড স্কোর আরও ভাল করা যায়। আয়েল্টস টেস্টের স্পিকিং পার্টে ভাল করতে হলে আগে জেনে নিতে হবে যে, কি কি বিষয়ের উপর স্পিকিং সেকশনের নাম্বার নির্ভর করে থাকে। অর্থাৎ আয়েল্টস ইন্টারভিউয়ে কোন বিষয়গুলোতে মার্কিং করা হয়। আর এই বিষয়গুলোতে নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারলে নিঃসন্দেহে এই সেকশনটিতে নাম্বার বাড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যে সকল বিষয়ের উপর স্পিকিং টেস্টের স্কোর নির্ভর করে আপনি যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে কথা বলছেন তখন সেই ইন্টারভিউয়ারের সাথে আপনার সকল কনভার্সেন্সি রেকর্ড করা হবে।

যা পরবর্তীতে ২ জন ইংলিশ স্পিকার বাজিয়ে শুনে থাকেন এবং স্কোর প্রদান করেন। আয়েল্টস স্পিকিং সেকশনে ৪টি বিষয়ের উপর মার্কিং করা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর ইন্টারভিউয়ে কথা বলার সময় ৪টি বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যান্ড স্কোর দেয়া হয়। এগুলো হল: কথায় সাবলিলতা এবং সঙ্গতি: আপনি যখন ইন্টারভিউ রুমে কথা বলছেন তখনে আপনি কতটা স্বাভাবিকভাবে কথা বলছেন। অর্থাৎ আপনি কথা বলতে অভ্যস্ত বা নরমাল কিনা। এক্ষেত্রে আপনি যখন কথা বলছেন তখন আপনার কথার স্বাভাবিকতা বা সাবলিলতা কতটুকু তা পরখ করে দেখা হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি যে বিষয়ে লক্ষ্য করা হয় তাহল, আপনি যে টপিকের উপর কথা বলছেন তার যথার্থতা বা প্রশ্নের সাথে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ আপনি প্রশ্নের সাথে মিল রেখেই উত্তর দিচ্ছেন নাকি মূল বিষয় বুছতে না পেরে

আশপাশের টপিকে নিয়ে কথা বলছেন। একে বলা হয় Fluency and coherence।

**শব্দ ভাণ্ডার:** আপনি যখন ইংরেজিতে কথা বলছেন তখন আপনার শব্দ প্রয়োগের উপর স্কোর নির্ভর করবে। অর্থাৎ আপনি কোন টপিকের উপর কথা বলার সময় যে শব্দ ব্যবহার করছেন তা কতটা আলাদা বা একটু বহুল প্রচলিত শব্দের বাইরে সমার্থক কোন শব্দ। অর্থাৎ, কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় কিংবা কোন টপিককে ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি যে শব্দগুলো ব্যবহার করছেন তা সৌন্দর্য্যতার উপর স্কোর রয়েছে। একে বলা হয় Lexical resource।

**ইংরেজি ব্যাকরণ প্রয়োগের সক্ষমতা:** স্পিকিং সেকশনে আরেকটি যে বিষয়ের উপর স্কোরিং করা হয় তা হল ইংলিশ ব্যাকরণের প্রয়োগ এবং ব্যবহার। অর্থাৎ আপনি ইন্টারভিউ রুমে কথা বলার সময় ইংলিশ গ্রামারের প্রয়োগ করছেন কিনা এবং করলে সঠিক হচ্ছে নাকি হচ্ছে না। তা যাচাই করা হবে। একে বলা হয় Grammatical range and accuracy. যার উপর স্পিকিং সেকশনের নান্দার নির্ভর করে।

**শব্দ উচ্চারণ:** স্পিকিং টেস্টের আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর স্কোর নির্ভর করে তা হল ইংলিশ শব্দের উচ্চারণ। আপনি কোন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করছেন এবং তা সঠিক হচ্ছে কিনা তা দেখা হবে। একে বলা হয় Pronunciation.

## স্পিকিং সেকশনের টপ টিপস্

**টপ টিপস্ ১:** অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে নিজেই ইংরেজিতে কথা বলার প্রাকটিস শুরু করুন। এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে একা একা কথা বলতে পারেন। মনে মনে বিরবির করা যেতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন। এতে করে আপনার প্রাকটিসটা অন্তত বন্ধ হয়ে থাকবে না। এমনটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয় যে, ইংরেজিতে কথা বলার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু কোন সঙ্গী না পেয়ে আর প্রাকটিস করা হয় না। তবে অন্যের অপেক্ষায় থেকে সময় নষ্ট না করে প্রথম উদ্যোগটা নিজেরই নেয়া উচিত।

**টপ টিপস্ ২:** নিজে নিজে ইংলিশ স্পিকিং প্রাকটিসের জন্য সব থেকে ভাল এবং ইফেক্টিভ হচ্ছে রেকর্ডার ডিভাইস ব্যবহার করা। নির্দিষ্ট কোন টপিকের উপর নিজেই কথা বলে তা রেকর্ড করে পরবর্তীতে নিজেই শোনা এবং কোন দিকে নিজের আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে তা খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে রেকর্ডার ডিভাইস কিংবা মোবাইল ফোনেও কথা রেকর্ড করা যায়।

### টপ টিপস্ ৩:

কাছের কোন বন্ধু কিংবা আপনার মতো শীঘ্রই আয়েল্টস টেস্ট দিবে অথবা এমন কেউ থাকলে তাকে খুঁজে বের করুন। যার বা যাদের ইংরেজিতে কথা বলার ইচ্ছা রয়েছে এমন কয়েকজন মিলে ইংলিশ স্পিকিংয়ের প্রাকটিস করতে পারেন।



### টপ টিপস্ ৪:

নিজের কথা বলার ভঙ্গি এবং শব্দের উচ্চারণ কেমন হচ্ছে তা যাচাই করার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলুন। এতে করে নিজেকে সেই ইন্টারভিউয়ার চিন্তা করুন এবং আপনার মানুষটিকে পরীক্ষার্থী। নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই সুন্দরভাবে উত্তর করার চেষ্টা করুন। এতে করে নিজেকে উপস্থাপন করার যে বিষয়টি রয়েছে তা আরও সুন্দর হবে।

### টপ টিপস্ ৫:

বেশি বেশি ইংলিশ স্পিকিং করতে হবে। কারন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবেই প্রাকটিসের উপর নির্ভরশীল। তাই এর কোন বিকল্প নেই।

### টপ টিপস্ ৬:

ছোটদের গ্রামারের বই পড়ুন। সেখানে গ্রামারের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় শিখতে পারবেন যা এতো বছরে আপনি হয়তো ভুলেই গেছেন। এছাড়াও Tense সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে হবে এবং তার যথার্থ প্রয়োগ করতে হবে।

### টপ টিপস্ ৭:

নিজের ইংরেজি শব্দের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করুন। যেমন- একই শব্দের বার বার ব্যবহারের চেয়ে সমার্থক শব্দের (Synonymous Word) ব্যবহার করা ভাল। phrases and idioms এর ব্যবহার করা। এছাড়াও কথা বলার সময় সুযোগ থাকলে বিভিন্ন প্রবাদ (Proverb) এর ব্যবহার করতে পারেন।

### টপ টিপস্ ৮:

কোন জটিল কিছু ভাবার দরকার নেই। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার দিন সিম্পল ভাবে যান। সব কিছু সাধারণভাবে চিন্তা করুন। এবং ইন্টারভিউয়ারকে বন্ধু মনে করে কথা বলুন। আর ভাল একজন প্রেজেন্টারের গুণ তুলে ধরুন। গুণটি কি তা জানা আছে কি? ভাল একজন প্রেজেন্টার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি যখন স্টেজে ওঠেন তখন দর্শকদের সামনে তারও ভয় লাগে। কিন্তু তিনি এতোটা আত্মবিশ্বাসী ভাব তাদের সামনে উপস্থাপন করেন যা দেখলে কেউ বুঝতেই পারে না তার মনের ভেতর ভয় অনুভূত হচ্ছে কিনা।

ইন্টারভিউ রুমে ঘাবড়ে না গিয়ে বরং ভয়কে মনের ভেতর রেখে আত্মবিশ্বাসী মনোভাবকে বাইরে বের হতে সুযোগ করে দিন।

### টপ টিপস্ ৯:

নিয়মিত বিবিসি এবং সিএনএন এর খবর দেখতে এবং শুনতে হবে। দেশীয় ইংরেজি পত্রিকাগুলো নিয়মিত পড়ে চর্চা করুন। আর ইংলিশ রিডিং পড়ার সময় তা অবশ্যই শব্দ করে পড়বেন যাতে তা আপনার কানে আসে এবং বুঝতে পারেন উচ্চারণটি সঠিক হচ্ছে কিনা। ইংরেজি শব্দ সঠিক ভাবে উচ্চারণ করার জন্য এগুলো সহায়ক হতে পারে।

### টপ টিপস্ ১০:

সবশেষে সাবটাইটেল দিয়ে ইংরেজি মুভি দেখুন। কথা বলার ভঙ্গিটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন। এছাড়াও ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখা যেতে পারে।

সর্বোপরি প্রাকটিসের সময় সংকোচ এবং লজ্জা -এই দুটি জিনিস  
নিজের থেকে ১০০ হাত দূরে রাখুন।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট  
করুনঃ [www.eduhighway.com](http://www.eduhighway.com)